আমার দেশ

তারিখ ... OCT. 05 2006
পৃষ্ঠা . ১৮ কলাম . ৪ .....

এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ অর্থ না পেয়ে এমপিরা ক্ষুব্ধ

আহমেদ করিম

নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে সংসদ সদস্যদের জন্য বরাদ্দকৃত চলতি বছরের অর্থ এখনো ছাড় হয়নি। সংসদ সদস্যদের মেয়াদ আর মাত্র ৩ সপ্তাহ হওয়ায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের এ বিলম্বে এমপিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। অনেকে এ জন্য প্রতিদিন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করছেন। এদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণের অতি জরুরি ফাইলও রহস্যজনক কারণে আটকা পড়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়।

সূত্র জানায়, দেশের প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে এমপিদের প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ১৫ লাখ টাক

এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ অর্থ না

● শেষ পৃষ্ঠার পর

থাকে। সবসময় তা দুই পর্যায়ে বরাদ্দ হয়। এ বছর প্রথম পর্যায়ে মোট ২১৭ জন এমপি তাদের এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ প্রস্তাব পাঠান। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে এ অর্থ ছাড় হওয়ার কথা থাকলেও তা গতকাল পর্যন্ত হয়নি। এদিকে সংসদ সদস্যদের মেয়াদ শেষ পর্যায়ে হওয়ায় প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানরা প্রতিদিন এমপিদের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। অপরদিকে এমপিরা এলাকায় প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তারা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তারা অনেকে প্রতিদিন শিক্ষামন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও চাপ সৃষ্টি করছেন। বরাদ্দ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হওয়ায় এমপিরা অর্থমন্ত্রী বা অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ না করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই যোগাযোগ করেছেন।

এদিকে প্রথম পর্যায়ে প্রস্তাবিত এমপিরা বরাদ্দ না পাওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রস্তাবিত এমপিরা আরো অনিশ্চয়তায় পড়েছেন। তাঁদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য গতকালও দু'জন এমপিকে এসব নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। এ বিষয়ে আলাপকালে সংসদ সদস্যরা বরাদ্দ প্রাপ্তিতে বিলম্ব হওয়ায় তাদের ক্ষোভের কথা ব্যক্ত করেন। তবে কেউ তাদের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

এদিকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত জরুরি ফাইল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আটকা পড়ে আছে। জানা যায়, ভবন নির্মাণের এসব ফাইলে অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা থাকলেও আমলাদের কেউ কেউ তাতে আগ্রহী নন। তাই নানা অজুহাত দেখিয়ে এসব ফাইল সেকশনেই ফেলে রাখা হয়েছে। এসব ফাইলের কাজ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় সম্পন্ন করতে আমলাদের কারো কারো বিশেষ আগ্রহের কারণেই ফাইলগুলো আটকা পড়েছে বলে জানা যায়। এদিকে অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, তহবিলে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় এমপিদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ে বিলম্ব হচ্ছে। তবে সংসদ সদস্যদের মেয়াদেই অর্থ ছাড়ের প্রক্রিয়া দ্রুত এগুচ্ছে বলে সূত্র জানায়। এ প্রক্রিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা পাঠানো এমপিদের প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানাতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়।